JUL 23 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আইটিইউকে ফেয়ার ২০০২ শুরু

আইটি প্রেমিক ছাত্রছাত্রীদের ভিড়

বশীর আহমাদ ঃ উন্নত বলি আর উন্নয়নশীল বলি— ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে বা তথ্য মহাসড়কে পথ চলতে যেন আজ সবাই বাধ্য। সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এই মহাসড়কের বিকল্প কোন পথ এই মুহূর্তে নেই। তাই তো তথ্য প্রযুক্তি নামক ঘোড়াটির সওয়ার হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে সবাই। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো এই প্রতি-যোগিতার দৌড়ে অনেক এগিয়ে। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানসম্মত শিক্ষা, প্রযুক্তিবিদ সর্বোপরি তথ্য-প্রযুক্তির অবকাঠামোর অভাবে উন্নয়নশীল দেশ-গুলো তথ্য মহাসড়কে চলার পথে হোঁচট খাচ্ছে বারবার। বাংলাদেশ সেই হোঁচট খাওয়াদেরই দলে। তথ্য প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহের কমতি নেই এদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের। অভাব কেবল সুযোগের। আর যেটুকু সুযোগ তৈরি হয়েছে তা আবার বিশ্বমানের নয়। বিশ্বমানের আইটি শিক্ষা নিশ্চিত করা ও ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহী করার উদ্দেশ্য নিয়ে রোববার ব্রিটিশ কাউন্সিলে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী আইটি কোয়ালিফিকেশন ইউকে ফেয়ার ২০০২। আয়োজন করেছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। এই মেলায় অংশ নিয়েছে সফ্ট-ইডি লিমিটেড, নিউরল, ভুঁইয়া আইটি, ড্যাফোডিল কম্পিউটারস, ইউনিক কম্পিউটিংসহ ৭টি আইটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আইটির ওপর বিভিন্ন কোর্স কারিকুলাম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরছে এই মেলার মাধ্যমে।

বাংলাদেশের তরুণদের দাবি বা প্রয়োজন মেটানোর জন্যই নয়, বাংলাদেশকে চলমান বিশ্বের সঙ্গে গতিশীল রাখতে বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তির মান উঁচু রাখা আজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উপলব্ধি থেকেই মেলার আয়োজন। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সে কথাই বলছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক চার্লস নাটাল। তিনি বলেন, বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তির ওপর যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে সেগুলোর গুণগত মানের নিশ্চয়তা প্রদান ও তা রক্ষা করা এবং একই সঙ্গে সঠিক তথ্য সংগ্রহে ছাত্রছাত্রীদের সহায়তার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কাউন্সিল ভূমিকা পালন করছে। এই মেলা তারই অংশ। এই মেলা বাংলাদেশে আইটি শিক্ষা বিস্তারে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

প্রযুক্তি খাতে আমাদের রয়েছে সুযোগ, রয়েছে সম্ভাবনা আর পাশাপাশি রয়েছে সমস্যা। সেই সমস্যার কথা তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক। তিনি বলেন, আইটি খাতে আমাদের বড় সমস্যা হচ্ছে গুণগত শিক্ষার অভাব। আর তাই আইটি খাতের উন্নয়ন ও দক্ষতা অর্জনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বর্তমান সরকার এই লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। তিনি আরও বলেন, ব্রিটিশ কাউন্সিল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমাদের শিক্ষা বিস্তারে ব্রিটিশ কাউন্সিল বন্ধুর ভূমিকা পালন করছে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী স্কুল-কলেজে আইটি শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েদের রয়েছে প্রবল আগ্রহ; কিন্তু তারা সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আর সরকারকেই এই সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। আইটি শিক্ষার নামে যারা ব্যবসা করছে তাদের বিরুদ্ধে সরকারকেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

মেলা শুরুর দিনেই আইটি পাগল ছাত্রছাত্রীরা ভিড় জমিয়েছে। আইটি খাতে আগ্রহ বাড়ানোর জন্য এই ধরনের মেলার জুড়ি নেই। চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মোশারফ হোসেন মাসুম বলেন, আমরা অনেকেই এখনও আইটির গুরুত্ব বুঝি না। কারণ এই প্রযুক্তির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা সীমিত। সরকারি ও বেসরকারিভাবে বেশি বেশি এই ধরনের মেলার আয়োজন করা প্রয়োজন। তাতে সবার আগ্রহ জন্মাবে।

মেলায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে প্রোগ্রামিং কম্পিটিশন। ছাত্রছাত্রীরা কম্পিউটারের সমস্যা সমাধানে তাদের দক্ষতা তুলে ধরার সুযোগ পাবে। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধি[illegible] পুরস্কার হিসেবে পাবেন ২ সপ্তাহে[illegible] ভ্রমণের সুযোগ।

সব কথার শেষ কথা, আইটি খাতে আমাদের রয়েছে সুযোগ, রয়েছে সম্ভাবনা। আর এই সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য চাই বাস্তবধর্মী সব পদক্ষেপ। এখন প্রশ্ন হলো একটাই, সরকার সেই পদক্ষেপ নিতে পারবে তো?